০৫-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৭-১২-৮৩ মধুবন

শ্রেষ্ঠ পদপ্রাপ্তির আধার - "মুরলি"

আজ মুরলিধর বাবা তাঁর মুরলির স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন, এটাই দেখতে যে তারা কতখানি মুরলিধর বাবাকে ভালোবাসে আর কতখানি তারা মুরলি ভালোবাসে ! মুরলির জন্য তোমাদের কতো উন্মাদনা ! নিজ দেহের সব উপলব্ধি ভুলে দেহী হয়ে বিদেহী বাবার থেকে শুনছো । দেহধারী স্মৃতির সামান্যতমও চেতনা নেই । এই বিধির দ্বারা মত্ত হয়ে কিভাবে খুশিতে তোমরা নাচো । তোমরা ভাগ্যবিধাতা বাবার সমুখে নিজেদের পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করে রুহানী নেশায় থাকো । এই রুহানী নেশা এবং মুরলিধরের মুরলির নেশা যত চড়বে, দেহ এবং এই ধরিত্রীর ঊর্ধ্বে তুমি নিজেকে উড়তে অনুভব করবে । মুরলির তানের সাথে অর্থাৎ মুরলির সুর আর গুহ্যতা দ্বারা মুরলিধর বাবার সাথে অনেক অনুভবে তোমরা চলতে থাকবে । কখনো মূল বতন, কখনো সূক্ষ্ম বতন, কখনো নিজের রাজ্যে চলে যাও । কখনো তোমরা লাইট হাউস, মাইট হাউস হয়ে এই অশান্ত অসুখী সংসারের আত্মাদের সুখ-শান্তির কিরণ দাও । রোজ তোমরা তিন লোকে ভ্রমণ করো । কার সাথে ? মুরলিধর বাবার সাথে । মুরলি শুনে তোমরা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকো । মুরলিধরের মুরলির সুরে অবিনাশী আশীর্বাদের ঔষধি লাভ করার সাথে সাথে তোমরা দেহ-মনে সুস্থ হয়ে যাও । নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া বাদশাহ হয়ে যাও । তোমরা বেগমপুরের বাদশাহ হয়ে যাও । স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাও । এইরকম বিধিপূর্বক যে বাচ্চারা ভালোবেসে মুরলি শোনে, বাবা সেই স্নেহী বাচ্চাদের দেখছিলেন । একই মুরলি থেকে কেউ রাজা, কেউ প্রজা হয়, কারণ বিধি দ্বারা সিদ্ধি অর্জন হয়, বিধিপূর্বক যে যতো মুরলি শোনে, ততোই সে সফলতামূর্ত হয় ।

এক, যারা বিধিপূর্বক শোনে অর্থাৎ যারা তা' নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে নেয় । দুই, যারা নিয়মমতো শোনে, মুরলির কিছুটা নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে, কিছুটা বর্ণন করে । তৃতীয় যারা তাদের সম্বন্ধে তো জিজ্ঞাসা কোরোই না । যথার্থরূপে যারা মুরলি শোনে এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্লীন করে নেয় তারা এর প্রতিমূর্তি হয়ে যায় । তাদের প্রতিটা কর্ম মুরলির স্বরূপ । তোমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করো, কোন্ নম্বরে তোমরা আছো ! ফার্স্ট নাম্বার নাকি সেকেন্ড নাম্বার ? মুরলিধর বাবাকে রিগার্ড দেওয়া অর্থাৎ মুরলির একেকটা বোলের রিগার্ড । এক এক ভার্সন (মহাবাক্য) ২৫০০ বছরের উপার্জনের আধার । কোটি কোটি উপার্জনের আধার । এই হিসেবে যদি তুমি একটা বরদান মিস্ করো, তার অর্থ কোটি কোটি উপার্জন মিস্ করা । একটা বরদান খাজানার খনি বানিয়ে দেয় । যথার্থরূপে যারা মুরলির প্রতিটা শব্দ শোনে এবং মুরলি থেকে প্রাপ্ত হওয়া সাফল্যের হিসেবনিকেশের গতি জানে, তারা শ্রেষ্ঠ গতিপ্রাপ্ত হয় । কর্মের গতি যেমন গভীর তেমনই মুরলি শুনে অন্তর্লীন করার গতিও অতি শ্রেষ্ঠ । মুরলিই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস । যদি শ্বাস নেই তো জীবনও নেই - এইরকম অনুভাবী আত্মা তোমরা, তাই না ! নিজেই নিজেকে রোজ চেক করো, আজ এইরকম মহত্বপূর্বক, বিধিপূর্বক মুরলি শুনেছো কিনা । অমৃতবেলার এই বিধি সারাদিন প্রতি কর্মে তোমাকে নিজে থেকেই সহজভাবে সিদ্ধিস্বরূপ বানায় । বুঝেছো তোমরা ?

তোমরা নতুনরা এসেছো, তাই না ! সুতরাং, যারা লাস্টে এসেছো, বাবা তাদের সবাইকে ফাস্ট যাওয়ার উপায় বলে দিচ্ছেন । এই উপায়ে তোমরা ফাস্ট চলে যাবে । এইভাবে তোমরা গ্যালপ করে সময়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারো । বাপদাদা তোমাদের বিভিন্ন বিধি শুনিয়ে থাকেন যাতে কোনো

বাচ্চার কোনো অনুযোগ না থেকে যায় । "কেন আমরা পরে এলাম", কেন আমাদের পরে ডাকলে" ! যেমনই হোক, তোমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারো । শ্রেষ্ঠ বিধি দ্বারা সামনে এগোও, শ্রেষ্ঠ নম্বর লাভ করো । কোনো অভিযোগ তো থাকবে না, তাই না ? বাবা তোমাদের রিফাইন রাস্তা দেখাচ্ছেন । সবকিছু যখন প্রস্তুত তোমরা সেই সময়ে এসেছো । মথন করা মাখন খাওয়ার সময় এসেছো । আগে থেকেই তোমরা অন্ততঃ একটা মেহনত থেকে মুক্ত হয়েছো । এখন শুধু খাও আর হজম করো । এটা সহজ, তাই না ? আচ্ছা ।

এইরকম সর্ব বিধি সম্পন্ন, যারা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করে মুরলিধরের মুরলিত দ্বারা দেহগত সমস্ত রকম অস্তিত্ব ভুলে খুশির দোলায় দোলে, রুহানী নেশায় মগ্ন যোগী হয়ে থাকে, মুরলিধর আর মুরলির প্রতি যারা রিগার্ড দেয়, এইরকম মাস্টার মুরলিধর, মুরলি বা মুরলিস্বরূপ বাচ্চাদের বাপদাদার সাকারী আর আকারী উভয় বাচ্চাদের স্নেহভরা স্মরণ আর নমস্কার ।

পার্টির সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ –
১) তোমরা সদা এক বাবার স্মরণে থেকে একরস স্থিতিতে স্থিত শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ! সদাসর্বদা একরস আত্মা নাকি অন্য কোনো রস তোমাদেরকে তাদের দিকে টেনে নেয় ? কোনো অন্য রস নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না তো ? তোমাদের সবার তো আছেনই এক । এক –এর মধ্যে সবকিছু সমাহিত হয়ে আছে । এখনও যখন তোমাদের একমাত্র এক আছেন, তখন অন্য কেউই নেই, তবে তোমরা যাবে কোথায় ? তোমাদের কোনো কাকা, মামা, চাচা তো নেই ! সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? এই প্রতিজ্ঞাই তো করেছিলে যে সবকিছুতেই তুমিই তুমি । কুমারীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ? দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে আর বরমালা গলায় পরেছে । প্রতিজ্ঞা করেছো আর বর পেয়েছো ! তোমরা ঘরও পেয়েছো, বরও পেয়েছো । তাহলে বর আর ঘর পাওয়া হয়েই গেছে । কুমারীদের জন্য মা–বাবাকে কতো ভাবতে হয়, যাতে ভালো ঘর আর ভালো বর পায় । তোমরা তো এমন বর পেয়ে গেছ সারা জগৎ যাঁর মহিমা করে । ঘরও এমন পেয়েছো, যেখানে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই । তাহলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ রূপে বরমালা পরেছো ? এইরকম কুমারীদের বলা হয়ে থাকে সমঝদার । কুমারীরা তো হয়ই বিচক্ষণ । বাপদাদা তোমরা সব কুমারীদের দেখে পুলকিত হন, কারণ তোমরা বেঁচে গেছ । কেউ পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলে, তোমরা তো খুশিই হবে, তাই না ! মাতারা, যারা আগেই পড়ে গিয়েছিলো, তাদের জন্য তো বলা হবে যারা পড়ে গেছিলো তাদের বাঁচানো হয়েছে, সেখানে তোমরা সব কুমারীদের জন্য বলা হবে, তোমরা পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছ । সুতরাং তোমরা কতো লাকি ! মাতাদের লাক তাদের নিজের, কুমারীদের লাক তাদের নিজেদের । মাতারাও লাকি কেননা তবুও তো তারা গো পালকের গাই !

২) অবিরতভাবে তোমরা মায়াজিৎ ? যারা মায়াজিৎ হবে তাদের বিশ্ব কল্যাণকারীর নেশা অবশ্যই হবে । এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? বেহদের সেবা অর্থাৎ বিশ্বসেবা । এই স্মৃতি সবসময় বজায় রেখো, তুমি বেহদের মালিকের বালক । তোমরা কি হয়েছো আর কি পেয়েছো সেই স্মৃতি তোমাদের আছে, ব্যস্ ! এই খুশিতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকো । অগ্রগামী যারা তাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন । সদা বাবার স্মরণে মগ্ন থাকো । ঈশ্বরীয় মাদকতা তোমাদের কি বানায় ? ভূ–এর (ফর্শ/ধরণী) অধিবাসী থেকে একেবারে খ –এর (অর্শ/আকাশ) অধিবাসী । সুতরাং, সদা আকাশে থাকো নাকি ভূমিতে ? কেননা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা হয়েছো তোমরা, সুতরাং নিচে কিভাবে

থাকবে ! ভূমি (ফর্শ) নিচে ! অর্শ অর্থাৎ আকাশ উঁচু, তাহলে নীচে তোমরা কিভাবে আসবে ? কখনো তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা'কে ভূমি স্পর্শ করতে দিওনা, শুধুই উপরে ! একেই বলা হয়ে থাকে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবার শ্রেষ্ঠ বাচ্চা হওয়া । এই নেশা হতে দাও । সদা অনড়, অটল এবং সর্ব খাজানা সম্পন্ন থাকো । সামান্যতমও যদি মায়া দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হও, তোমরা সর্ব খাজানার অনুভব করতে পারবে না । বাবার থেকে তোমরা কতো ঐশ্বর্য ভান্ডার লাভ করো ! সেই ভান্ডারকে সদা কায়েম রাখার সাধন হলো, সদা অনড় অটল থাকা । অনড় থাকলে তোমরা নিরন্তর খুশির অনুভূতি হতে থাকবে । বিনাশী ধনেরও তো খুশি থাকে, তাই না ! এমনকি যখন একজন রাজনীতিক সাময়িকভাবে নেতার গদি পায়, তখন নাম, জশ হলে সে কতো খুশি হয় । আর এটা তো অবিনাশী খুশি । এই খুশি তারই থাকবে যে অনড়, অটল থাকবে ।

সব ব্রাহ্মণদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়ে গেছে । প্রথমে তোমরা গোলাম ছিলে, গাইতে, আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস ! এখন তোমরা স্বরাজ্যধারী হয়ে গেছ । গোলাম থেকে রাজা হয়ে গেছ । বিস্তর ফারাক হয়ে যায় । রাত দিনের ফারাক, তাই না ! বাবাকে স্মরণ করো আর
গোলাম থেকে রাজা হয়ে যাও । এমন রাজ্য সারা কল্পে প্রাপ্ত হবেনা । এই স্বরাজ্য দ্বারাই তোমরা বিশ্বের রাজ্য লাভ করো । সুতরাং এখন এই নেশাতেই থাকো, আমরা স্বরাজ্য অধিকারী, তবেই তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় নিজে থেকেই শ্রেষ্ঠ পথে চলবে । সদা এই খুশিতে থাকো যা পাওয়ার ছিলো পেয়ে গেছি, কি ছিলাম আর কি হয়েছি ! কোথায় পড়ে ছিলাম, আর কোথায় পৌঁছেছি !

অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য থেকে বাছাই করা প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ – পুরুষার্থের অন্তিম লক্ষ্য কি ? যার জন্য তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন রাখতে হবে ?
উত্তরঃ – অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে থাকতে হবে – এটাই পুরুষার্থের অন্তিম লক্ষ্য । এই লক্ষ্য তোমার সামনে রাখলে, তোমার লাইটের শরীর লাইটের আবর্তের (orb) মধ্যে অনুভব করবে । স্থূলদেহ যেমন পাঁচ তত্ত্বের আবর্তে হয়, একইভাবে অব্যক্ত, লাইটের অর্বে ! এটা লাইটের রূপ, কিন্তু আশপাশে চারিদিকে শুধু লাইটই লাইট ! আমি আত্মা জ্যোতিরূপ – এই লক্ষ্য তোমাদের আছেই, কিন্তু আমি সূক্ষ্ম আকারেও লাইটের অর্বে ।

প্রশ্নঃ – প্রতিটা কার্য করাকালীন কোন স্মৃতি তোমাদের বাড়ানো উচিৎ যাতে সহজেই তোমাদের নিরাকারী স্টেজ বিকশিত হবে ?
উত্তরঃ – প্রত্যেক কার্য করাকালীন এই স্মৃতি সদা বজায় রাখতে হবে যে আমি নিমিত্ত ফরিস্তা এই কার্যের জন্য পৃথিবীতে পা রাখছি, কিন্তু আমি অব্যক্ত দেশের বাসিন্দা, আমি এই কার্যোপলক্ষে এই ধরায় এসেছি । আমার ওপর ন্যস্ত কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, আমি আমার বতনে ফিরে যাবো । এই স্মৃতি দ্বারা তোমরা সহজভাবে নিরাকার স্থিতির উন্নতি করবে ।

প্রশ্নঃ – সাকার স্বরূপের নেশার পয়েন্টের সাথে কোন অনুভবে থাকলে সাক্ষাৎকার মূর্ত হতে পারবে ?
উত্তরঃ – তোমরা যখন এই স্মৃতিতে থাকো, আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শক্তি, তখন এই স্মৃতি দ্বারা নেশা আর খুশির অনুভব হয় । কিন্তু যখন অব্যক্ত স্বরূপে, লাইটের অর্বে নিজেকে অনুভব

করবে, তখনই সাক্ষাৎকার মূর্ত হবে কারণ লাইট ব্যতীত সাক্ষাৎকার হয়না । সুতরাং একমাত্র তোমার লাইট রূপের প্রভাবেই মানুষের তোমার দৈবী স্বরূপের সাক্ষাৎকার হবে ।

প্রশ্নঃ - বর্তমান সময় অনুযায়ী তোমাদের কোন স্বরূপের প্রয়োজন ? এখন কোন্ পার্ট সমাপ্ত হয়েছে ?
উত্তরঃ - বর্তমান সময় অনুযায়ী তোমাদের সকলের জ্বালামুখী স্বরূপ প্রয়োজন । সাধারণ স্বরূপ বা সাধারণ বোল যেন নজরে না পড়ে বা শোনে, বরং তাদের অনুভব হতে দাও যে এই দেবী আমার প্রতি কি আকাশবাণী করতে যাচ্ছেন ! তোমাদের গোপী হওয়ার পার্ট সমাপ্ত হয়েছে । যখন তুমি তোমার শক্তিরূপে থাকবে, তখন সবার অনুভব হবে ইনি কোনো অবতার হবেন, সাধারণ দেহধারী নন । অবতার অবতরিত হয়েছেন । তোমরা মহাবাক্য বললে আর তারপরে অন্তর্হিত হয়ে গেলে । এখনের স্টেজ এবং তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিৎ ।

প্রশ্নঃ - নিমিত্ত হওয়া মুখ্য সার্ভিসেবল, রাজ্যভাগ্যের সিংহাসন নিতে যাওয়া অনন্য রত্নদের সেবা কি ?
উত্তরঃ - তারা লাইটহাউজের মতো চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে অবিরাম লাইট দিতে থাকবে । এক অনেককে লাইট দেবে । তারা স্থূল কর্মকান্ড থেকে বেহদ বৈরাগ্যে যেতে থাকবে । এখন তারা ইশারায় শুনে ডিরেকশন দেবে, তারপর অব্যক্ত বতনে ফিরে যাবে । এখন, দায়িত্ব এবং সেবার বিস্তার সর্বত্র আরও অধিকমাত্রায় বাড়বে । বিভিন্নরকমের যে সার্ভিস হচ্ছে, তা' আরও বাড়বে ।

প্রশ্নঃ - কে চক্রবর্তী রাজা হতে পারে, তাদের লক্ষণ কি শোনাও ।
উত্তরঃ - যারা এখন চক্রধারী তারাই চক্রবর্তী মহারাজা হবে । যাদের লাইটের চক্রও থাকবে এবং লাইট ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রও থাকবে, তখনই বলা যাবে চক্রধারী শাসক । এইরকম চক্রধারীই চক্রবর্তী রাজা হতে পারে । তোমাদের লাইটের রূপ আর লাইটের ক্রাউন এমন কমন হয়ে যাক যাতে ঘুরতে-ফিরতে সবার নজরে আসে, ইনি লাইটের মুকুটধারী ।

প্রশ্নঃ - কোন্ অভ্যাসে শরীরের হিসেবনিকেশ কম হয়ে যাবে, শরীর নিদ্রার পৌষ্টিকতা পেয়ে যাবে ?
উত্তরঃ - যখন তোমরা লাইটের অব্যক্ত রূপে স্থিত হওয়ার, শরীরের ঊর্ধ্বে যাওয়ার অভ্যাস করো তখন ২-৪ মিনিটের অশরীরী স্থিতির দ্বারা শরীর ঘুমের পৌষ্টিকতা পেয়ে যাবে । শরীর সেই একই পুরানো থাকবে এবং হিসেবনিকেশও পুরানোই হবে । কিন্তু লাইটস্বরূপের স্মৃতিকে শক্তিশালী বানালে তোমার শরীরের হিসেবনিকেশ চুকাতে
লাইট হয়ে যাবে । এইজন্য বিশেষভাবে অমৃতবেলায় অভ্যাস করো, আমি অশরীরী এবং পরমধাম নিবাসী, অথবা আমি অব্যক্ত রূপে অবতরিত হয়েছি ।

প্রশ্নঃ - মায়াজিৎ হওয়ার সহজ সাধন কি ?
উত্তরঃ - মায়াজিৎ হওয়ার জন্য নিজের অপূর্ণতার প্রতি ক্রোধ করো । তোমাদের ক্রোধ এলেও নিজেদের মধ্যে ক্রোধ কোরোনা, তোমাদের দুর্বলতার প্রতি করো আর তখন তোমরা সহজেই মায়াজিৎ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নঃ - গ্রামবাসীদের দেখে বাপদাদা বিশেষভাবে পুলকিত হন কেন ?

উত্তরঃ - কারণ গ্রামের মানুষ অতি সরল হয় । বাবাকেও ভোলানাথ বলা হয় । বাবা যেমন ভোলানাথ, সেইরকম গ্রামবাসীও ভোলা । সুতরাং, সদা এই খুশি বজায় রাখো যে তোমরা ভোলানাথের বিশেষ প্রিয় । আচ্ছা ।

বরদানঃ – সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনার নিমিত্ত হয়ে মাস্টার শান্তিদেবা ভব

সাইলেন্সের শক্তি জমা করার জন্য এই শরীরের ঊর্ধ্বে অশরীরী হয়ে যাও । সাইলেন্সের এই শক্তি অতি মহান শক্তি, এর থেকেই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয় । সুতরাং, যারা আওয়াজের ঊর্ধ্বে সাইলেন্স রূপে স্থিত হবে, তারাই স্থাপনার কার্য করতে পারবে । এইজন্য শান্তিদেবা অর্থাৎ শান্তস্বরূপ হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির কিরণ দাও । শান্তির শক্তি বিশেষভাবে বাড়াও । এটাই সবচেয়ে বড় থেকেও বড়, মহাদান । এটাই সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু ।

স্লোগানঃ – সকল আত্মা বা প্রকৃতির প্রতি শুভ ভাবনা রাখাই বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।